বিতর্কিতদের বহিষ্কারে তাড়া নেই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সম্মেলনে গোলাম রাব্বানী বলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী, বিবাহিত, অছাত্র, মামলার আসামিসহ প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া গেছে ১৭ জনের বিরুদ্ধে। গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাওয়া ওই অভিযোগের তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের বহিষ্কারের মাধ্যমে পদশূন্য করে বঞ্চিতদের স্থান দেওয়া হবে।

গতকাল দুপুরে এ বিষয়ে গোলাম রাব্বানী জানিয়েছেন, সংবাদ সম্মেলনে যাদের নাম বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে ৭ জন ইতোমধ্যে প্রমাণ দিতে পেরেছেন তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা। বাকিরাও অভিযোগ মিথ্যা বলে জানিয়েছেন এবং তারা যথাযথ প্রমাণ দেবেন বলে জানান। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা সময় দিতে বলেছেন, যেন নিরপরাধ কারও প্রতি অবিচার করা না হয়।

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, আইনের ছাত্র হিসেবে বলি– অভিযোগ যিনি করেন, অভিযোগকে সত্য প্রমাণ করার দায়িত্বটাও তারই। কিন্তু এটি কেউ করেনি। এমনকি এখনো কেউ আমাদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিত অভিযোগও দেয়নি। কিছু ব্যক্তি শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছেন।

ঘোষিত কমিটির বিরোধীদের মুখপাত্র হয়ে ওঠা ছাত্রলীগের বিগত কমিটির প্রচার সম্পাদক সাঈফ বাবু বলেন, অভিযুক্তরা যদি নির্দোষ হয় তবে তারা প্রমাণ দিক। অভিযুক্তদের বহিষ্কারে ২৪ ঘণ্টা সময় নিয়ে ৪৮ ঘণ্টা পরও কেন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না– এ বিষয়ে আমরা জানতে চাই।

মধুর ক্যান্টিনের হামলার ঘটনার তদন্তে মঙ্গলবার তিন সদস্যের কমিটি করে ছাত্রলীগ। কমিটিকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। সেই সময়সীমা গত বৃহস্পতিবার শেষ হয়। তবে এখনো প্রতিবেদন জমা দেয়নি কমিটি। গতকাল শনিবার তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন দেওয়ার কথা ছিল।

তদন্ত কমিটির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মধুর ক্যান্টিনে ওই হামলার ঘটনায় পাঁচজনকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে প্রতিবেদন প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে গোলাম রাব্বানীর দাবি, ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা না পাওয়ায় কমিটির প্রতিবেদন দিতে দেরি হচ্ছে। তিনি বলেন, তদন্ত কমিটির সদস্যরা আমাদের জানিয়েছেন, অভিযোগকারীদের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাচ্ছেন না। এ কারণে তদন্তে দেরি হয়েছে। অভিযোগকারীরা বলছেন, তদন্ত কমিটির ওপর তাদের আস্থা নেই। তবে তাদের সুর এখন নরম, আগের মতো হামলার অভিযোগ করছেন না। তবু ঘটনার ভিডিও ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য নিয়ে আমরা কমিটিকে প্রতিবেদন দিতে বলেছি। আজকে কমিটি প্রতিবেদন জমা দেবে।

শেয়ার আগের অংশ

advertisement

বিতর্কিতদের বহিষ্কারে তাড়া নেই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সম্মেলনে গোলাম রাব্বানী বলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী, বিবাহিত, অছাত্র, মামলার আসামিসহ প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া গেছে ১৭ জনের বিরুদ্ধে। গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাওয়া ওই অভিযোগের তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের বহিষ্কারের মাধ্যমে পদশূন্য করে বঞ্চিতদের স্থান দেওয়া হবে।

গতকাল দুপুরে এ বিষয়ে গোলাম রাব্বানী জানিয়েছেন, সংবাদ সম্মেলনে যাদের নাম বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে ৭ জন ইতোমধ্যে প্রমাণ দিতে পেরেছেন তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা। বাকিরাও অভিযোগ মিথ্যা বলে জানিয়েছেন এবং তারা যথাযথ প্রমাণ দেবেন বলে জানান। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা সময় দিতে বলেছেন, যেন নিরপরাধ কারও প্রতি অবিচার করা না হয়।

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, আইনের ছাত্র হিসেবে বলি– অভিযোগ যিনি করেন, অভিযোগকে সত্য প্রমাণ করার দায়িত্বটাও তারই। কিন্তু এটি কেউ করেনি। এমনকি এখনো কেউ আমাদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিত অভিযোগও দেয়নি। কিছু ব্যক্তি শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছেন।

ঘোষিত কমিটির বিরোধীদের মুখপাত্র হয়ে ওঠা ছাত্রলীগের বিগত কমিটির প্রচার সম্পাদক সাঈফ বাবু বলেন, অভিযুক্তরা যদি নির্দোষ হয় তবে তারা প্রমাণ দিক। অভিযুক্তদের বহিষ্কারে ২৪ ঘণ্টা সময় নিয়ে ৪৮ ঘণ্টা পরও কেন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না– এ বিষয়ে আমরা জানতে চাই।

মধুর ক্যান্টিনের হামলার ঘটনার তদন্তে মঙ্গলবার তিন সদস্যের কমিটি করে ছাত্রলীগ। কমিটিকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। সেই সময়সীমা গত বৃহস্পতিবার শেষ হয়। তবে এখনো প্রতিবেদন জমা দেয়নি কমিটি। গতকাল শনিবার তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন দেওয়ার কথা ছিল।

তদন্ত কমিটির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মধুর ক্যান্টিনে ওই হামলার ঘটনায় পাঁচজনকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে প্রতিবেদন প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে গোলাম রাব্বানীর দাবি, ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা না পাওয়ায় কমিটির প্রতিবেদন দিতে দেরি হচ্ছে। তিনি বলেন, তদন্ত কমিটির সদস্যরা আমাদের জানিয়েছেন, অভিযোগকারীদের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাচ্ছেন না। এ কারণে তদন্তে দেরি হয়েছে। অভিযোগকারীরা বলছেন, তদন্ত কমিটির ওপর তাদের আস্থা নেই। তবে তাদের সুর এখন নরম, আগের মতো হামলার অভিযোগ করছেন না। তবু ঘটনার ভিডিও ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য নিয়ে আমরা কমিটিকে প্রতিবেদন দিতে বলেছি। আজকে কমিটি প্রতিবেদন জমা দেবে।

শেয়ার আগের অংশ

Valueimpression